আজকের কাগজ

তারিখ 04 MAR 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পদোন্নতিতে অনিয়ম

দু'শ' মাধ্যমিক শিক্ষক–শিক্ষিকা একই পদে থেকে অবসর নিচ্ছেন

আশেক–ই–এলাহী : শিক্ষা ভবনের কিছু কর্মকর্তার দুর্নীতির কারণে খুলনা বিভাগের দু'শ' জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা একই পদে থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন। অথচ ইতোমধ্যে অনেক নবীন শিক্ষক পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অভিযোগে জানা গেছে, একটি বিশেষ মহল অবৈধ অর্থের বিনিময়ে প্রবীণ এ সকল শিক্ষকদের নবীন দেখিয়ে পদোন্নতি আটকে রেখেছে। ১৯৯২ সনে শিক্ষা বিভাগ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদোন্নতির লক্ষ্যে একটি জ্যেষ্ঠতার তালিকা তৈরি করা হয়। এ তালিকার বছরের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনও শিক্ষা দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সে তালিকার ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত পদোন্নতি দেয়া হয়নি।

স্বাধীনতার পূর্বকালীন সময়ে দেশের সকল মহকুমা শহরের একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। এ সময়ে সরকারিকরণ নীতিমালার অধীনে সরকারীকরণকৃত বিদ্যালয়ের কর্মরত প্রশিক্ষণহীন গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দু'বছরের মধ্যে বিএড শেষ করার শর্তে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়োগ পূর্ণ পদমর্যাদায় পূর্ণবেতন স্কেলে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী পূর্বতন বেসরকারি চাকরির অর্ধাংশ (৫০%) ইফেকটিভ সার্ভিস হিসেবে সরকারি নিয়োগে যোগ করা হয়। পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল শিক্ষক অংশ নেন তাদেরকে দু'বছর এ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি প্রদান করা হয়। ১৯৮৩ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ গেজেটে ধারা ৮ ও উপ-ধারা ২-এর মাধ্যমে পদোন্নতির নীতিমালা প্রকাশ করা হয়। যাতে সিনিয়রিটির বিষয়টা গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৯২ সালে শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রধান শিক্ষক বা সমপর্যায়ের কোনো পদে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদোন্নতি দেয়া হয়। যাতে অভিজ্ঞতা কিংবা সিনিয়রিটি দেখা হয়নি। এ ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, অনেক নবীন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের পদ মর্যাদায় পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, শিক্ষা ভবনের কতিপয় কর্মকর্তা কর্মচারি অবৈধ সুবিধা ভোগের প্রত্যাশায় সরকারি চাকরি বিধির ধার না ধরে নিজেদের সুবিধামত পদোন্নতি প্রদান করেছে। একই পদে একই যোগ্যতায় ১৯৬৮ সাল থেকে যিনি চাকরি করছেন তার পদোন্নতি না হয়ে ১৯৮৪ সালে যিনি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তার পদোন্নতি হয়েছে। শিক্ষা বিভাগের এ অনিয়মের ফলে প্রায় দু'শ' জন শিক্ষক-শিক্ষিকা একই পদে থাকাবস্থায় চাকরি থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন।